দৈনিক বাংলা

২৬/৪/৮১

091

432

একজন নিহত শতাধিক আহত

তোলারাম কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘর্ষ : গুলি

(স্টাফ রিপোর্টার)

সোমবার নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্ছৃংখল জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছাত্র গুলিতে নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে, আহতদের মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কলেজের প্রিন্সিপাল চারজন প্রফেসর ও ৪০/৪৫ জন পুলিশও রয়েছেন।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষের ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রের ১ শ' ২৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর কেউ ইংরেজী প্রথম পর্বের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। তবে আজ মঙ্গলবার যথারীতি ইংরেজী দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৪৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জ শহরে বর্তমানে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। শহরের প্রধান প্রধান স্থানে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগতদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়াকে কেন্দ্র করেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

জেলা প্রশাসনসূত্রে বলা হয়েছে যে এইচএসসি পরীক্ষার শুরুতে নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজের এক দল প্রভাবশালী ছাত্র নকলের সুযোগ দেয়ার দাবী জানিয়ে আসছিল। তাঁরা কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সংসদের কর্মকর্তাদের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিনাবাধায় পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের দাবী জানায়। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ মহকুমা কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করে। ফলে গত শনিবার বাংলা দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা চলাকালে মহকুমা প্রশাসক উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে এক দল উচ্ছৃংখল লোক তার উপর চড়াও হয় এবং তাঁর গাড়ির ক্ষতি সাধন করে।

জেলা প্রশাসন আরো জানায় : সোমবার পরীক্ষা কেন্দ্রের আশ-পাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই ১৪৪ ধারা জারির খবর ভোর থেকে মাইক যোগে প্রচার করা হয়।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এক দল লোক পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে। তারা পরীক্ষা-কেন্দ্রে অবস্থানরত কলেজের অধ্যক্ষ, মহকুমা প্রশাসক ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে অপদস্ত করে এবং পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। তারা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করে ছাত্র-সংসদের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানেরও দাবী জানায়। এই অবস্থায় তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা শুরু হবার মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই একজন পরীক্ষার্থী কলেজের দোতলা থেকে একটি প্রশ্নপত্র ও একটি পরীক্ষার খাতা নীচে ফেলে দেয়। এই সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রহরারত একদল পুলিশ উক্ত প্রশ্নপত্র ও খাতা বহিরাগতদের ধরতে না দিয়ে সেগুলি আটক করলে গোলযোগ চরমে ওঠে। বহিরাগতরা তখন এলোপাতাড়িভাবে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পুলিশ তখন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চার্জ করে। এর ফলে তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং জোর করে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার চেষ্টা করে। পুলিশ অতঃপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের পর পরই পরীক্ষার্থীদের বিরাট অংশ 'পুলিশী প্রহরায় পরীক্ষা দেবো না' স্লোগান দিতে দিতে কলেজের দোতলা, তেতলা থেকে নীচে নেমে আসতে থাকে। তাদের কেউ কেউ কলেজের চেয়ার ছুড়ে প্রহরারত পুলিশর উপর মারতে থাকে। এই সময় আর একদল ছাত্র কলেজের অধ্যাপক ও পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক জনাব শাহদাৎ হোসেনের উপর চড়াও হয়। তারা জনাব শাহদাৎ হোসেনকে কোদাল ও চেয়ারের হাতল দিয়ে আঘাত করে। কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব মতিন চৌধুরী, প্রফেসর বাশার, প্রফেসর জীবন চৌধুরী দ্রুত ছুটে এসে জনাব শাহদাৎ হোসেনকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁদেরকেও রেহাই দেয়নি। এই সময় একদল পুলিশ এঁদের উদ্ধার করতে গেলে কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করে এই পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণে বাধ্য হয়। গুলিতে আবু আওয়াল নামে একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়ে পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এছাড়া আরো শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। আহতদের মধ্যে আট-জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং অন্যদের নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

জেলা প্রশাসনসূত্রে আরো বলা হয়েছে যে এই ঘটনায় পুলিশ অন্ততপক্ষে ১ শ' রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও ৪০/৫০ রাউন্ড গুলি চালায়।

জেলা প্রশাসন জানায় : ঘটনার পর পরই উন্মত্ত জনতা একটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে এবং বিআরটিসির দুটি বাসের ক্ষতি সাধন করে।

জেলা প্রশাসন জানায় : ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে পুলিশ ৪৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত বলে জানান হয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যারা

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন জিয়াউদ্দীন (২০), বাচ্চু (১০), রফিক (১৯), তৈমুর (১৮), কামাল (১০), মজিদ আহমেদ (৩০), আবু সাঈদ খান (৩০) ও আবদুল হান্নান (২৫)কে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আবু সাঈদ খান ও আবদুল হান্নান নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বলে হাসপাতালসূত্রে বলা হয়।